❑ ৩.২. প্রত্যক্ষ প্রমা ঃ

তর্কসংগ্রহ ঃ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্

অনুবাদ ঃ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে 'অর্থের' অর্থাৎ বিষয়ের সম্বন্ধ (সন্নিকর্ষ) হওয়ার ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে 'প্রত্যক্ষজ্ঞান' (প্রমা) বলে।

তর্কদীপিকা ঃ প্রত্যক্ষজ্ঞানস্য লক্ষণমাহ—ইন্দ্রিয়েতি। ইন্দ্রিয়ং চক্ষুরাদিকম্ অর্থো ঘটাদিঃ। তয়োঃ সন্নিকর্ষঃ সংযোগাদিঃ তজ্জন্যং জ্ঞানমিত্যর্থঃ।

৩.২. ব্যাখ্যা ঃ তর্কসংগ্রহে অন্নংভট্ট প্রত্যক্ষ-প্রমার বা যথার্থ প্রত্যক্ষজ্ঞানের (ভ্রম-প্রত্যক্ষজ্ঞানের নয়) লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষজন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্'—**'ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তার অর্থের অর্থাৎ গ্রাহ্য-বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাই হল প্রত্যক্ষজ্ঞান।'** লক্ষণটির অর্থবোধের জন্য লক্ষণের অন্তর্গত 'ইন্দ্রিয়', 'অর্থ' ও 'সন্নিকর্ষ' এই তিনটি শব্দের অর্থ জানা প্রয়োজন।

ন্যায় মতে **ইন্দ্রিয়** ছয়টি—পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় ও একটি অন্তরিন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক বহিরিন্দ্রিয় এবং মন অন্তরিন্দ্রিয়। বহিরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের বিষয় হল যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ। অন্তরিন্দ্রিয় মনের প্রত্যক্ষের বিষয় হল সুখ, দুঃখ ইত্যাদি অনুভূতি। অবশ্য **বাহ্যজগতের রূপ-রসাদি প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে অন্তরিন্দ্রিয় মনেরও প্রয়োজন হয়।** বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনোসংযোগ না হলে বাহ্য-প্রত্যক্ষ হয় না।

Scanned with CamScanner

'অর্থ' বলতে নৈয়ায়িকরা মনে করেন 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়' বা 'ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের বিষয়'। চোখকে উদ্দীপিত করলে শুধু বর্ণ প্রত্যক্ষ হয়, কানকে উদ্দীপিত করলে শুধু শব্দ-প্রত্যক্ষ হয়। অর্থাৎ চোখ কেবল বর্ণকে গ্রহণ করতে পারে, কান কেবল শব্দকে গ্রহণ করতে পারে। তাহলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের 'অর্থ' (গ্রাহ্য বিষয়) হল বর্ণ, কর্ণেন্দ্রিয়ের 'অর্থ' (গ্রাহ্য বিষয়) হল শব্দ। এ প্রকারে প্রতিটি বহিরিন্দ্রিয়ের নিজস্ব 'অর্থ' বা গ্রাহ্য-বিষয় আছে। যে কোন ইন্দ্রিয় যে কোন বিষয়ের জ্ঞান দিতে সক্ষম নয়। চক্ষু শব্দের বা গন্ধের জ্ঞান দিতে সমর্থ না হওয়ায় শব্দ বা গন্ধকে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের 'অর্থ' (গ্রাহ্য-বিষয়) বলা যাবে না। তেমনি, কর্ণেন্দ্রিয়ের অর্থ বর্ণ বা স্বাদ নয়। ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে আমরা কখনো দ্রব্য প্রত্যক্ষ করি, কখনো গুণ প্রত্যক্ষ করি, কখনো ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করি, কখনো আবার সাধারণধর্মরূপে সামান্য প্রত্যক্ষ করি। তাহলে, 'অর্থ' বা ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য-বিষয় হল—ঘটাদি দ্রব্য, রূপরসাদি গুণ, ভ্রমণাদি ক্রিয়া ও ঘটত্বাদি সামান্য প্রভৃতি।

'সন্নিকর্ষ' বলতে বোঝায়, 'ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তার গ্রাহ্য-বিষয়ের বা অর্থের সম্বন্ধ।' এই সম্বন্ধ নানা প্রকার হতে পারে। লৌকিক প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থে'র লৌকিক সন্নিকর্ষ হয় ; অলৌকিক প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে 'অর্থে'র অলৌকিক সন্নিকর্ষ হয়। লৌকিক সন্নিকর্ষ আবার বিভিন্ন প্রকারের হয়, যথা—(১) সংযোগ, (২) সংযুক্ত-সমবায়, (৩) সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়, (৪) সমবায়, (৫) সমবেত সমবায় এবং (৬) বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব।

তাহলে, তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত প্রত্যক্ষজ্ঞানের লক্ষণটির সুস্পষ্ট অর্থ হল—'ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তার অর্থের বা গ্রাহ্য বিষয়ের বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধের মধ্যে কোন একটি সম্বন্ধ হলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তা হল প্রত্যক্ষজ্ঞান বা প্রত্যক্ষ-প্রমা।' অবশ্য 'ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষকে' (ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষকে) প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের একটি কারণরূপে গণ্য করা গেলেও তাকে 'একমাত্র কারণ' বলা যাবে না, কেননা ঐ জ্ঞান আরও কয়েকটি 'সম্বন্ধের' ওপর নির্ভরশীল। ন্যায়মতে, যখন আত্মার সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের এবং বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থের (ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য বিষয়ের) সম্বন্ধ হয় কেবল তখনই প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাহলে, প্রত্যক্ষজ্ঞানের পশ্চাতে বিভিন্ন কারণগুলি হল ঃ (১) আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ, (২) মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ এবং (৩) ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থের সন্নিকর্ষ। প্রথম দুটি কারণ প্রত্যক্ষজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'সাধারণ কারণ' কেননা ঐ দুটি কারণ অনুমিতি, উপমিতি ইত্যাদি জ্ঞানের ক্ষেত্রেও সাধারণভাবে উপস্থিত থাকে। তৃতীয় কারণ 'ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থের (বিষয়ের) সন্নিকর্ষ' অপরাপর জ্ঞানের ক্ষেত্রে থাকে না, কেবল প্রত্যক্ষজ্ঞানের ক্ষেত্রেই উপস্থিত থাকে। কাজেই, **প্রত্যক্ষজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ' হল অসাধারণ কারণ বা করণ।** প্রত্যক্ষজ্ঞানের লক্ষণ থেকে 'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ' অংশটি অপসারিত হলে লক্ষণটি হয় 'জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্' এবং সেক্ষেত্রে লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়, কেননা 'জ্ঞান'রূপে অনুমিতি, উপমিতি, ইত্যাদিও লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্যই অন্নংভট্ট প্রত্যক্ষজ্ঞানের লক্ষণে 'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্যং' অংশটি যুক্ত করেছেন। 'সন্নিকর্ষ' বলতে অন্নংভট্ট **এখানে কেবল লৌকিক সন্নিকর্ষকেই** বুঝিয়েছেন, অলৌকিক সন্নিকর্ষকে নয়। **অর্থের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের ষড়বিধ লৌকিক সন্নিকর্ষজন্যই প্রত্যক্ষজ্ঞান**

Scanned with CamScanner

উৎপন্ন নয়। তাহলে তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত প্রত্যক্ষজ্ঞানের লক্ষণটিকে প্রাঞ্জল করতে হলে তা হবে, **'ষড়বিধ লৌকিক সন্নিকর্ষজন্যং জ্ঞানম্ প্রত্যক্ষম্।'**

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অন্নংভট্ট প্রত্যক্ষ-প্রমাণের আলোচনায় ব্যাপারবদ্‌কে প্রত্যক্ষজ্ঞানের চরম কারণ বা 'করণ' বলেছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ-প্রমার বা প্রত্যক্ষজ্ঞানের আলোচনায় ব্যাপারকে ঐ জ্ঞানের চরম কারণ বা 'করণ' বলেছেন। প্রত্যক্ষ-প্রমাণের আলোচনায় তিনি **ইন্দ্রিয়কে**, যা ব্যাপারবদ্, প্রত্যক্ষজ্ঞানের অসাধারণ কারণ বা করণ বলেছেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ-প্রমার বা প্রত্যক্ষজ্ঞানের আলোচনায় তিনি **সন্নিকর্ষকে**, যা ব্যাপার, প্রত্যক্ষজ্ঞানের চরম কারণ বা করণ বলেছেন। স্পষ্টতই, **অন্নংভট্ট 'প্রমাণের' আলোচনায় প্রাচীনমত এবং 'প্রমা'র আলোচনায় নব্যমত গ্রহণ করে বিষয়ের ব্যাখ্যা দিয়েছেন**। এ প্রকার অসংগতির কারণ সম্ভবত এই যে, —যুক্তিশাস্ত্রের নবীন ছাত্রদের কাছে আলোচনাটি সুবোধ্য করার জন্য, জটিলতাকে যথাসম্ভব পরিহার করে, ছাত্রদের সুবিধার্থে কখনো প্রাচীন মত, আবার কখনো নব্যমত গ্রহণ করেছেন।

Scanned with CamScanner